> ভারতের দলটা খুবই ভাল হয়েছে। বিশ্বকাপে রোহিত ভাল খেলবে। বড় প্রতিযোগিতায় ও বরাবর ভাল খেলে। বড় মঞ্চে রোহিত ঠিক নিজেকে মেলে ধরবে **সৌরভ গাঙ্গুলি**

লক্ষ্য প্যারিসের প্রস্তুতি

৩ বছর পর আবার দেশের মাঠে নামতে ভুবনেশ্বরে নীরজ চোপড়া। ছবি: এক্স

সাম্প্রতিক ব্যর্থতা মাথায় রাখছেন না জেনা

মুনাল চট্টোপাধ্যায়
ভুবনেশ্বর, ১৪ মে

সদ্য দোহা ডায়মন্ড লিগের ব্যর্থতা ভুলে সামনের দিকে তাকাচ্ছেন হ্যাংঝৌ এশিয়ান গেমসে পদকজয়ী জ্যাভেলিন থ্রোয়ার কিশোর জেনা। আর এক তারকা জ্যাভলিন থ্রোয়ার নীরজ চোপড়ার মতো তাঁর লক্ষ্যও প্যারিস অলিম্পিক পদক জয়। মঙ্গলবার ভুবনেশ্বরের কলিঙ্গ স্টেডিয়ামের টেনিস সেন্টারের কনফারেন্স হলে শটপুটার তাজিন্দার পাল তুরের পাশে বসে সেই সংকল্পের কথা জোরের সঙ্গে জানালেন জেনা। সংগঠকদের পক্ষে বলা হয়েছিল এদিন সন্ধের সাংবাদিক সম্মেলনে জেনার সঙ্গে হাজির থাকবেন নীরজও। কিন্তু জানা গেল, নীরজের ভুবনেশ্বর আসতে দেরি হওয়ায় সেই পরিকল্পনা বাতিল করতে হয়। স্বাভাবিকভাবে ওড়িশার ঘরের ছেলে কোঁকড়া চুলের কিশোরই ছিলেন এদিন প্রধান আকর্ষণ। প্রচারমাধ্যমের যাবতীয় প্রশ্ন হল তাঁকে ঘিরেই।

কাতারের ডায়মন্ড লিগে ফল একেবারেই ভাল হয়নি। কেন এমন হল? এই পরিস্থিতি দাঁড়িয়ে প্যারিস অলিম্পিকে পদক জয় নিয়ে কতটা আশাবাদী? স্কল্পভাষী কিশোর জেনার জবাব, 'স্বপ্ন দেখাটা জরুরি। না দেখলে লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব নয়। মানছি, ডায়মন্ড লিগে প্রথমবার অংশ নিয়ে ভাল পারফর্ম করতে পারিনি। শুরুটা ভাল হয়েছিল। কিন্তু পরের দিকে লক্ষ্যচ্যুত হই। সম্ভবত আত্মতুষ্টি ভর করেছিল। বেশ কিছু ভুলের খেসারত দিতে হয়। সেটা থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজের পারফরমেন্সে উন্নতি ঘটাতে চাই। টেকনিক ও মানসিকভাবে সেই প্রস্তুতি নিচ্ছি। এএফআই, টপস, এনআইএস পাতিয়ালা, কোচ, কোচিং স্টাফ, মনস্তত্ত্ববিদের সাহায্য ও প্রেরণা নিয়ে নীরজ ভাইয়ের মতো আমিও পদক জয়ের লক্ষ্যে প্যারিসে সেরা দিতে ঝাঁপাব।' ভুবনেশ্বরে ঘরের মাঠে বুধবার ফাইনালে নীরজকে পদক জেতার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে কি বাড়তি সুবিধা মিলবে? জেনার উত্তর, ' নীরজ ভাইয়ার দখলে অলিম্পিক সোনা। ও বিশ্বচ্যাম্পিয়ন। দারুন ছন্দে আছে। ওর পাশে থেকে লড়াইটা সবসময় উপভোগ করি। নিজের পারফরমেন্সের উন্নতি ঘটাতে চেষ্টা করি। ভুবনেশ্বরের মাঠে নিশ্চিতভাবে ঘরের দর্শকের সমর্থন মিলবে। ভাল ফল করার উৎসাহ মিলবে তাতে।'

নীরজের কাছে কী ধরনের টিপস পান পারফরমেন্স বাড়াতে? জেনা জানালেন, ' নীরজ ভাইয়া সবসময় পারফরমেন্স ভাল ফল করতে উৎসাহ জোগায় টিপস দিয়ে। টেকনিক ও নানা ব্যাপারে পরামর্শ দেয়। পরস্পরকে পুশ করি। সবসময় নিজেদের মধ্যে এনিয়ে আলোচনা হয় যাতে সেরাটা বেরিয়ে আসে।' কিশোরের পাশে বসে তাজিন্দার পাল তুর বলেন, 'ভুবনেশ্বরে ২০.৩৮ মিটার শটপুট ছুঁড়ে শেষ করলেও হতাশ নই। পারিবারিক সমস্যার জন্য মনঃসংযোগ করতে পারিনি। বিশ্বাস রাখি পরের প্রতিযোগিতাগুলো পারফরমেন্সের উন্নতি ঘটিয়ে প্যারিস অলিম্পিকে কোয়ালিফাই করব।' *(ফাইল ছবি)*

সামনে বড় লক্ষ্য মৌমিতার

মুনাল চট্টোপাধ্যায়
ভুবনেশ্বর, ১৪ মে

সোমবার সারাদিন ব্যস্ত ছিলেন বাংলার অ্যাথলিট মৌমিতা মণ্ডল। ১০০ মিটার হার্ডলসে তৃতীয় হওয়ার পর সেই পদক নেওয়ার সুযোগ মেলেনি। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে লংজাম্প ইভেন্ট থাকায়। ক্লান্তিকে তোয়াক্কা না করে মহিলাদের লং জাম্পেও তৃতীয় স্থান পান হুগলির লড়াকু মৌমিতা। মঙ্গলবার কলিঙ্গ স্টেডিয়ামে দাঁড়িয়ে জীবনযুদ্ধের কথা শোনালেন মৌমিতা। বললেন, 'জিরাটের গ্রামের মাঠে ছেলেদের সঙ্গে ক্রিকেট-ফুটবল নিয়েই মেতে থাকতাম। মা আমার মেন্টর। আমার ক্রিকেট খেলায় ঝোঁক ছিল বেশি। দাদার (সৌরভ গাঙ্গুলি) খুব ভক্ত। কিন্তু জিরাট স্টেশনে বাবা সুভাষ মন্ডলের সামান্য চায়ের দোকান। ক্রিকেট কিট কিনতে অনেক খরচ বলে সেই ভাবনা ছাড়তে হয়। ওইসময় পাড়ার এক দাদা বলেন, খেলার প্রতি যখন এত আগ্রহ, অ্যাথলেটিক্সে মন দে। সেই শুরু।'

জিরাট পাটুলি বীণাপানি স্পোর্টিং ক্লাবে অর্জুন সরকারের কাছে ট্রেনিংয়ের হাতেখড়ি। কয়েকবছর পর লংজাম্প শুরুর পর শ্রীরামপুরে চলে যান। মৌমিতা বলছিলেন, 'শ্রীরামপুরে আমার কোচ ছিলেন শুভময় দাস। একদিন আমাকে হার্ডলস টপকাতে দেখে বলেন, এই ইভেন্টে মন দিলে সাফল্য পাবি। ১৬ বছর বয়স থেকে লং জাম্প আর হার্ডসল দুটোই একসঙ্গে চলছে।'

এখন যে রিলায়েন্স ফাউন্ডেশনের সাপোর্ট পাচ্ছেন, সেটা কীভাবে সম্ভব হল? নীরজ চোপড়ার ভক্ত মৌমিতা জানালেন, '২০১৯-এ ভুবনেশ্বরে জুনিয়র ক্যাম্প বসেছিল। তখন রিলায়েন্স ফাউন্ডেশনের কোচ জেমস হিলারকে দেখেছিলাম, দু'জন অ্যাথলিটকে প্র্যাকটিস করাচ্ছেন। আমার ফিজিও স্যরের থেকে ফোন নাম্বার নিয়ে রিলায়েন্সের রোহিত স্যরের মাধ্যমে যোগাযোগ হয়। ২০২১-এ ৩ মার্চের ওড়িশা রিলায়েন্সে ফাউন্ডেশনে আসাটাই আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়েছে। বর্তমানে জেমস হিলারের কাছে মুম্বইয়ের রিলায়েন্স ফাউন্ডেশনে প্র্যাকটিস করি।' এখন লক্ষ্য? মৌমিতার জবাব, 'দুটো বড় লক্ষ্য আছে। প্রথমটা, ২০২৬ এশিয়ান গেমসে অংশগ্রহণের ছাড়পত্র পাওয়া। দ্বিতীয় লক্ষ্যটা এখনই বলতে চাই না।'

ইপিএল হাতছাড়া লিভারপুলের

আজকালের প্রতিবেদন

ইপিএল শিরোপা এবারের মতো লিভারপুলের হাত থেকে ফসকেই গেল। ট্রফিজয়ের দৌড়ে এখন শুধুমাত্র আর্সেনাল ও ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। সোমবার রাতে অ্যাস্টনভিলাকে হারাতে পারলে একটা ক্ষীণ আশা থাকত য়ুরগেন ক্লপদের। কিন্তু জেতা ম্যাচ ড্র করে লিগের স্বপ্ন জলাঞ্জলি দিলেন মহম্মদ সালারা। লিভারপুলের ৩-১ এগিয়ে থাকা ম্যাচ শেষ হল ৩-৩ হয়ে। ম্যাচ জেতার জন্য গোল করার পাশাপাশি গোল খাওয়াও রুখতে হয়। সেখানেই ব্যর্থ ক্লপের দল। অন্যদিকে, লা লিগায় আবার জয়ে ফিরল বার্সিলোনা। রিয়েল সোসিয়েদাদকে ২-০ হারাল কাতালান জায়ান্টরা।

সোমবার ইপিএলের ম্যাচে শুরুতেই এগিয়ে যায় লিভারপুল। অ্যাস্টনভিলার গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্টিনেজ বল ধরতে গিয়ে নিজেদের জালে জড়িয়ে দেন। সেই লিড দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ১২ মিনিটে গোল শোধ করেন ইউরি তিলেমান্স। ২৩ মিনিটে ফের এগিয়ে গেল ক্লপের দল। এবার গোল কোডি গ্যাকপোর। প্রথমার্ধের বাকি সময় খেলার রাশ ধরে রেখেছিল লিভারপুল। বিরতির পরই জারেল কোয়ানসার গোলে ৩-১ এগিয়ে যায় লিভারপুল। অবশেষে ৮৫ ও ৮৮ মিনিটে পরপর গোল করে অ্যাস্টনভিলাকে ম্যাচে ফেরান পরিবর্ত হিসেবে নামা জন ডুরান। এরপর আর স্কোরলাইন পাল্টায়নি। মঙ্গলবার ভারতীয় সময় গভীর রাতে খেলা ছিল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি-টটেনহ্যামের। যেহেতু আর্সেনাল গত ম্যাচ জিতে ফের লিগ শীর্ষে উঠে এসেছে, তাই টটেনহ্যাম ম্যাচ ম্যান সিটির কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং চাপেরও। এ কথা স্বীকার করেছেন সিটি কোচ পেপ গুয়ারদিওলাও।

এবারের লা লিগা ট্রফি ইতিমধ্যে জিতে নিয়েছে রিয়েল মাদ্রিদ। ফলে এখন দ্বিতীয় স্থানের লক্ষ্যে খেলছে বার্সা। শেষ ম্যাচে জিরোনার কাছে হার তাদের চাপে ফেলে দিয়েছিল। এদিন জিতে আবার তারা দ্বিতীয় স্থানে (৩৫ ম্যাচে ৭৬ পয়েন্ট) উঠে এসেছে। রিয়েল সোসিয়েদাদের বিরুদ্ধে গোল দুটি করেছেন লামিন ইয়ামাল ও রাফিনহা।

হতাশ লিভারপুল কোচ য়ুরগেন ক্লপ। (নীচে) গোলের পর ব্রাজিলের বন্যাদুর্গতদের জন্য প্রার্থনা রাফিনহার। ছবি: এএফপি

নিলাম নিয়ে সংশয়

আজকালের প্রতিবেদন

১৯৮৬ বিশ্বকাপের সেরা ফুটবলার হিসেবে জেতা দিয়েগো মারাদোনার সোনার বল আগামী ৬ জুন নিলামে তোলার কথা। প্যারিসের এক সংস্থা বলটিকে নিলামে তোলার আয়োজন করেছে। তার আগেই এই নিয়ে আপত্তি জানাল ফুটবল রাজপুত্রের পরিবার। এই নিলাম বন্ধ করার জন্য শীঘ্রই প্রয়াত ফুটবলারের উত্তরাধিকারীদের তরফে আদালতে মামলা দায়ের করা হবে বলে জানিয়েছেন তাঁদের আইনজীবী জাইলস মোরে।

মারাদোনার পরিবারের তরফে দাবি করা হয়েছে, ওই সোনার বল বহু বছর আগেই চুরি হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং, এখন বলটি যাঁদের কাছে আছে, তাঁরা নিলামে তুলতে পারবেন না। আইন তাঁদের এই অনুমতি দেবে না।

প্রয়াত ফুটবলারের দুই মেয়ে এখনও বিষয়টি নিয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে কিছু বলেননি। তবে তাঁদের আইনজীবী জাইলস মোরে বলেন, 'এটি এমন একটি ট্রফি, যেটির মালিকানা যে কেউ এসে দাবি করতে পারেন না। দিয়েগো মারাদোনার কাছ থেকে এই সোনার বল চুরি হয়েছিল। এখন তাঁর উত্তরাধিকারীরাই এর আইনত মালিক।

খেলার খুচরো

শীর্ষবাছাই অর্জুন

শারজা মাস্টার্স দাবা প্রতিযোগিতায় শীর্ষবাছাই হিসেবে খেলবেন বিশ্বের সাত নম্বর দাবাড়ু, ভারতের গ্র্যান্ডমাস্টার অর্জুন এরিগাইসি। পোল্যান্ডে সুপারবেট র‍্যাপিড ও ব্লিৎজ দাবায় পঞ্চম হয়েছিলেন, সেখান থেকেই সরাসরি শারজায় যাচ্ছেন অর্জুন।

টাকি বয়েজ

টাকি বয়েজ স্কুলের ডায়মন্ড জুবিলি বর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত হল আন্তঃ স্কুল ফুটবল প্রতিযোগিতা। চ্যাম্পিয়ন টাকি বয়েজ অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশন। ৩-১ হারিয়েছে বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট হাইস্কুল অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশনকে।

রোয়িং ক্যাম্প

আজ ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাবে শুরু হচ্ছে একমাসব্যাপী সামার রোয়িং কোচিং ক্যাম্প। সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছে রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর। উপস্থিত থাকবেন মনীশ জৈন। অংশ নেবে ১৫২ জন ছেলে ও মেয়ে।

ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল

আজকালের প্রতিবেদন

পিছিয়ে পড়েও দুরন্ত প্রত্যাবর্তন ইস্টবেঙ্গলের। রিলায়েন্স ফাউন্ডেশন ডেভেলপমেন্ট লিগের হাড্ডাহাড্ডি সেমিফাইনালে কেরলের মুথুট এফসিকে টাইব্রেকারে ৪-৩ হারাল লাল-হলুদ। আগামী ১৮ মে ফাইনালে পাঞ্জাব এফসির মুখোমুখি হবে ইস্টবেঙ্গল।

মঙ্গলবার ম্যাচের ১২ মিনিটের মাথায় গোল করে এগিয়ে যায় মুথুট এফসি। ২৫ মিনিটে দ্বিতীয় গোল তাদের। ক্রসবারে দু'বার বল লেগে ফিরে না এলে ব্যবধান আরও বাড়ত। এদিকে, প্রথমার্ধে ইস্টবেঙ্গলের একটি গোল রেফারি অফসাইডের জন্য বাতিল করেন।

বিরতির পর নামেন পি ভি বিষ্ণু। এরপরই ম্যাচে ফেরে দল। মাত্র দু'মিনিটের মধ্যে ডানপ্রান্ত বরাবর দুটি আক্রমণ থেকে পরপর গোল তুলে নেয় ইস্টবেঙ্গল। ৫৭ মিনিটে প্রথম গোল শ্যামল বেসরার। ৫৯ মিনিটে একইভাবে গোল বিষ্ণুর। ৭৫ মিনিটে আরেক পরিবর্ত সুমন দে গোল করে ইস্টবেঙ্গলকে ৩-২ এগিয়ে দেয়।

তখনও নির্ধারিত সময়ের খেলা শেষ হতে ১৫ মিনিট বাকি ছিল। এই সময় ফের গোল হজম করে ইস্টবেঙ্গল। সংযুক্তি সময়েও ফলাফল ৩-৩ থাকায় ম্যাচ টাইব্রেকারে গড়ায়। অবশেষে সেখানেই জয় পায় ইস্টবেঙ্গল। পাঁচটি শটের মধ্যে ৪টিতেই গোল করে তারা। অন্যদিকে মুথুটের প্রথম শট ইস্টবেঙ্গল গোলরক্ষক আটকে দেন। পঞ্চম শটটি বাইরে মারেন তাদের খেলোয়াড়। ম্যাচ জিতে ফাইনালে পৌঁছে যায় লাল-হলুদ।

ADITYA BIRLA CAPITAL PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING

আদিত্য বিড়লা ফিনান্স লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস: ইন্ডিয়ান কম্পাউন্ড, ভেরাভল, গুজরাট-৩৬২২৬৬
ব্রাঞ্চ অফিস: রুম নং ৪০১, পঞ্চম তল, ক্যামাক স্কোয়্যার, ২৪, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০১৬

পরিশিষ্ট IV-A
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) এর সংস্থানসমূহ দ্রষ্টব্য
স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) এর সংস্থান সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে স্থাবর পরিসম্পদ(সমূহ) বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ) এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, এতদ্দ্বারা বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ) এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, **১. মেসার্স বি কে পোদ্দার প্রিন্টিং প্রাইভেট লিমিটেড (ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা), এর ডিরেক্টরগণের মাধ্যমে; ২. মেসার্স শ্রী গুরু সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং প্রাইভেট লিমিটেড (সহ-ঋণগ্রহীতা), এর ডিরেক্টরগণের মাধ্যমে; ৩. মেসার্স পোদ্দার অ্যাসোসিয়েটস (সহ-ঋণগ্রহীতা), এর অংশীদারের মাধ্যমে, ৪. মিঃ বিশ্বজিৎ কুণ্ডু পোদ্দার (বন্ধকদাতা ও জামিনদার), পিতা- গৌরগোবিন্দ কুণ্ডু পোদ্দার; ৫. মিসেস স্মৃতি কুণ্ডু পোদ্দার (বন্ধকদাতা ও জামিনদার), সরোজ গোবিন্দ মণির কন্যা এবং মিঃ বিশ্বজিৎ কুণ্ডু পোদ্দার-এর পত্নী-এর থেকে আদিত্য বিড়লা ফিনান্স লিমিটেড, সুরক্ষিত ঋণদাতার পাওনা বাবদ ৯৯.০৬.২০২৩ তারিখের ভিত্তিতে ₹৯,৫১,০৯,৪৩৩.৮৬ (নয় কোটি একান্ন লক্ষ নয় হাজার চারশো তেত্রিশ টাকা এবং ছিয়াশি পয়সা মাত্র) [এই অর্থাঙ্কের মধ্যে টিডিএস এবং প্রযোজ্যমতো প্রি-পেমেন্ট চার্জ অন্তর্ভুক্ত করা নেই] এবং ১. শ্রী গুরু সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং প্রাইভেট লিমিটেড (ঋণগ্রহীতা), এর ডিরেক্টরগণের মাধ্যমে; ২. মেসার্স বি কে পোদ্দার প্রিন্টিং প্রাইভেট লিমিটেড (সহ-ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা), এর ডিরেক্টরগণের মাধ্যমে; ৩. মেসার্স পোদ্দার অ্যাসোসিয়েটস (সহ-ঋণগ্রহীতা), এর অংশীদারের মাধ্যমে, ৪. মিঃ বিশ্বজিৎ কুণ্ডু পোদ্দার (বন্ধকদাতা ও জামিনদার), পিতা- গৌরগোবিন্দ কুণ্ডু পোদ্দার; ৫. মিসেস স্মৃতি কুণ্ডু পোদ্দার (বন্ধকদাতা ও জামিনদার), সরোজ গোবিন্দ মণির কন্যা এবং মিঃ বিশ্বজিৎ কুণ্ডু পোদ্দার-এর পত্নী-এর থেকে আদিত্য বিড়লা ফিনান্স লিমিটেড, সুরক্ষিত ঋণদাতার পাওনা বাবদ ০৪.১২.২০২৩ তারিখের ভিত্তিতে ₹১,৭৩,৭৯,১৪২.৭৯/- (এক কোটি তিয়াত্তর লক্ষ উনআশি হাজার একশো বিয়াল্লিশ টাকা এবং উনআশি পয়সা মাত্র) [এই অর্থাঙ্কের মধ্যে টিডিএস এবং প্রযোজ্যমতো প্রি-পেমেন্ট চার্জ অন্তর্ভুক্ত করা নেই] পুনরুদ্ধারের জন্য আদিত্য বিড়লা ফিনান্স লিমিটেড, সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা বাস্তবিক দখল নেওয়া নিম্নলিখিত **স্থাবর সম্পত্তি 'যেখানে আছে', 'যা কিছু আছে' এবং 'যেভাবে আছে' ভিত্তিতে ১৯ জুন, ২০২৪ তারিখে বিক্রি করা হবে।**

স্থাবর সম্পত্তি, যথা জমি এবং বাড়ির নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্য হবে ₹৩০,০৩,৩০,৫৮০/- (তিরিশ কোটি তিন লক্ষ তিরিশ হাজার পাঁচশো আশি টাকা মাত্র) এবং বায়না অর্থাঙ্ক হবে ₹৩,০০,৩৩,০৫৮/- (তিন কোটি তেত্রিশ হাজার আটান্ন টাকা মাত্র)।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

বি কে পোদ্দার প্রিন্ট প্রাইভেট লিমিটেড দ্বারা বিভিন্ন সময়ে কেনা ও পরস্পরের সন্নিহিত প্লট ও/বা জমির অংশ যার মোট পরিমাপ **১৩৮৬.১৪** ডেসিমেল বা সামান্য কমবেশি ৮৪০.০৮ কাঠার সমতুল, তৎসহ ফ্যাক্টরির কাঠামো/শেড, যেগুলির স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- কানাজুলি, জে এল নং **১৭৪**, এল আর খতিয়ান নং **৬৩৯**, আর এস ও এল আর প্লট/দাগ নং **১৪৭০, ১৪৬৪, ১৪৮৬, ১৪৯৬, ১৪৮০, ১৪৯৮, ১৫০৪, ১৫২৭, ১৫০৭, ১৪৮৩, ১৪৮১, ১৪৮৮, ১৪৮৪, ১৫০৮, ১৫০৬, ১৫০০, ১৪৮২, ১৪৭৬, ১৪৯৩, ১৪৮৭, ১৪৭৭, ১৪৯০, ১৫২৭, ১৪৭৯, ১৫০৭, ১৫০৪, ১৪৭১, ১৪৬৬, ১৫৩৩, ১৫২১, ১৫২২, ১৫৫০, ১৪৬৮, ১৪৬৭, ১৪৯২, ১৪৪৯, ১৪৫০, ১৪৪৯, ১৪৯৫, ১৪৯৪, ১৪৪৯, ১৪৯৫**, থানা- ধনিয়াখালি/ভড়াপ, জেলা- হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ এবং এগুলি এরূপে চৌহদ্দি পরিবেষ্টিত: উত্তর: ফাঁকা জমি, পূর্ব: ফাঁকা জমি, দক্ষিণ: এনএইচ-২, পশ্চিম: ডিসিভি খাল

মেসার্স বি কে পোদ্দার প্রিন্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর অনুকূলে বিভিন্ন নথিভুক্ত দলিল (২৯টি) অনুসারে এবং সুরক্ষা স্বার্থের জন্য এবিএফএল এর কাছে জমাকৃত অনুসারে। মেসার্স বি কে পোদ্দার প্রিন্টিং প্রাইভেট লিমিটেড (বন্ধকদাতা) এবং আদিত্য বিড়লা ফিনান্স লিমিটেড (বন্ধকদাতার) মধ্যে এআরএ-৩ কলকাতায় দলিল নং **I-১৯০৩-০২৩১৩/২০১৭** তারিখ **২০.০৯.২০১৭**, পাতা নং **৭৭৩৮৯** থেকে **৭৭৪১৯** তে নথিভুক্ত দখল ছাড়া বন্ধকী দলিলের দ্বিতীয় তফসিলে উক্ত ২৯টি দলিলের বিশদ আছে।

স্বাঃ-
অনুমোদিত আধিকারিক
আদিত্য বিড়লা ফিনান্স লিমিটেড
যোগাযোগ নং: ৯৫০৩১৯৮১১৪

তারিখ: ১৫ মে, ২০২৪
স্থান: থানা গুড়াপ, জেলা হুগলি

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

দাবি বিজ্ঞপ্তি

জোনাল অফিস: বারাসত
৫৪, কে এন সি রোড, বারাসত, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭০০১২৪

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (অ্যাক্ট নং ২/২০০২) এর ১৩(৩) ও ১৩(৮) নং ধারা সহ পঠনীয় ১৩(২) ধারাধীনে বিজ্ঞপ্তি।

গৃহীত ঋণের প্রেক্ষিতে এবং সংশ্লিষ্ট ঋণ অ্যাকাউন্টগুলি এনপিএ হওয়ায় নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারগণের প্রতি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল যার মাধ্যমে ব্যাঙ্কের পাওনা অর্থাঙ্ক পরিশোধে তাঁদের ৬০ দিনের সময়সীমা দেওয়া হয়েছিল। বিজ্ঞপ্তি(গুলি) প্রেরিত হলেও প্রাপ্তিস্বীকারপত্র এখনও আমাদের কাছে এসে পৌঁছয়নি। নির্ধারিত ৬০ দিনের মধ্যে যাবতীয় অনাদায়ী বকেয়া পরিশোধে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের ব্যর্থতার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলির দখল নেওয়ায় আমাদের আগ্রহের কথাও উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ছিল। এতদ্দ্বারা সারফায়েসি অ্যাক্টের অধীনে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ এড়াতে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে অনাদায়ী বকেয়া পরিশোধের জন্য সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণের প্রতি প্রজ্ঞাপন জারি করা হচ্ছে। আমাদের অফিসে থাকা বিশদ বিজ্ঞপ্তি সংগ্রহের জন্যও তাঁদের প্রতি পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

ক্রম নং	ক) ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা/ জামিনদারের নাম খ) ব্রাঞ্চের নাম	সুরক্ষিত পরিসম্পদের বিবরণ	ক) এনপিএর তারিখ খ) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) বকেয়া অর্থাঙ্ক
১.	**ক) ১) ঋণগ্রহীতা-বন্ধকদাতা:** **শ্রী কার্তিক কুমার ভট্টাচার্য,** পিতা শ্রী বিমল চন্দ্র ভট্টাচার্য, বাবুপাড়া, পোঃ-কোড়া চণ্ডীগড়, থানা-বারাসত, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১৩০ **২) সহ- ঋণগ্রহীতা-বন্ধকদাতা:** **শ্রীমতী ঝর্না ভট্টাচার্য,** স্বামী শ্রী কার্তিক কুমার ভট্টাচার্য, বাবুপাড়া, পোঃ-কোড়া চণ্ডীগড়, থানা-বারাসত, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১৩০, **৩) জামিনদার:** **শ্রী অঞ্জনকুমার ভট্টাচার্য,** পিতা বিমল ভট্টাচার্য, শরৎ চ্যাটার্জি লেন, পোঃ- হৃদয়পুর, থানা-বারাসত, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০ ১২৭ **খ) চাঁপাডালি মোড় ব্রাঞ্চ**	কমবেশি ০২ কাঠা জমির সকল অপরিহার্য অংশ যার স্থিতি পরগনা-আনোয়ারপুর, মৌজা-কোড়া, জে এল নং ২৭, রেসা নং ১৮২, তৌজি নং ৫৬৭, আর এস খতিয়ান নং ১৩৬, হাল এল আর খতিয়ান নং ৩৭৩, দাগ নং ১৮১৩, মধ্যমগ্রাম পৌরসভার ওয়ার্ড নং ০১, হোল্ডিং নং ১৩৭, থানা-বারাসত, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, নথিভুক্ত বুক নং আই, ভলি নং ৭৯, পৃষ্ঠা ১৫৬ থেকে ১৬৩, বিং নং ৩৯৬০ সাল ২০০১, নথিভুক্ত এডিএসসারও-বারাসত। **চৌহদ্দি:** উত্তরে: প্লট নং সি, দক্ষিণে: প্লট নং এ, পূর্বে: অন্য জমি, পশ্চিমে: ১০ ফুট চওড়া রাস্তা এবং নর্দমা। **সম্পত্তি নামাঙ্কিত শ্রী কার্তিক কুমার ভট্টাচার্য** পিতা শ্রী বিমল চন্দ্র ভট্টাচার্য এবং **শ্রীমতী ঝর্না ভট্টাচার্য** স্বামী শ্রী কার্তি কুমার ভট্টাচার্য।	**ক) ৩০.০৩.২০২৪** **খ) ০৬.০৫.২০২৪** **গ) ₹ ৮,৪২,৬৮৬.০০** এইচবিএল অ্যাকাউন্টের জন্য (অ্যাকা নং ৫০২০৩৩৭০৯৫৬) এবং ₹ **১,২৪,০৫২.০০** এইচবিএল অ্যাকাউন্টের জন্য (অ্যাকা নং ৫০২৮৬১৩৬৭১৫), **মোট অর্থাঙ্ক: ₹ ৯,৬৬,৭৩৮.০০** (নয় লক্ষ ছেষট্টি হাজার সাতশো আটত্রিশ টাকা মাত্র) সকল অ্যাকাউন্টের জন্য **০৬.০৫.২০২৪** অনুযায়ী এবং উক্ত অর্থাঙ্কে পরিশোধ পর্যন্ত ০৭.০৫.২০২৪ থেকে স্বীকৃত হারে সুদ।

তারিখ: ০৬.০৫.২০২৪ / স্থান: বারাসত — অনুমোদিত আধিকারিক / ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

দ্রষ্টব্য: এতদ্দ্বারা আমরা সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২ ও এর অধীনে রচিত রুলসমূহের প্রাসঙ্গিক সংস্থানাধীনে আমাদের প্রতি উপলব্ধ অধিকার ও প্রতিকারের প্রতি পক্ষপাতবিহীনভাবে আপনাদের প্রতি জারিকৃত ইতিপূর্বের সকল নোটিস ও পরবর্তীতে সেই নোটিসগুলির প্রেক্ষিতে গৃহীত পদক্ষেপগুলি বাতিল করছি ও/বা প্রত্যাহার করে নিচ্ছি।

DCB BANK

রেজিস্টার্ড অফিস: ৭ম তল, টাওয়ার 'এ', পেনিনসুলা বিজনেস পার্ক, সেনাপতি বাপট মার্গ, লোয়ার পরেল, মুম্বই- ৪০০০১৩

দখল বিজ্ঞপ্তি

ডিসিবি ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (নং ৫৪/২০০২)-এর ১৩(১২) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে ঋণগ্রহীতাগণ **(ঋণগ্রহীতাগণ এবং সহ-ঋণগ্রহীতাগণ)**-এর প্রতি নিম্নোক্ত তারিখ সংবলিত একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন যার মাধ্যমে ওই বিজ্ঞপ্তিতে দাবিকৃত অর্থাঙ্ক যা নিচে বিশদে প্রদত্ত পরিশোধের জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।

উক্ত ঋণগ্রহীতা ও সহ-ঋণগ্রহীতাগণ উক্ত অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত উক্ত ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহ